বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের অনুমতি মোতাবেক ৬ মাসের বেশী কোন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়নি।

বা

(ii) যেখানে ১৯১৩ (১৯১৩ সালের viii) সালের কোম্পানী আইনের সংজ্ঞা-মোতাবেক কোন পাবলিক কোম্পানী কর্তৃক বা কোম্পানীর পক্ষে এই ঠিকা গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোম্পানীর একজন শেয়ার-হোল্ডার কিন্তু কোম্পানীর অধীনে কোন লাভজনক পদে আসীন Director নন্ কিংবা ম্যানেজিং এজেন্ট নন।

বা

(iii) যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একটি হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের একজন লোক এবং সেই পরিবারের অন্য কোন লোক এমন একটি স্বতন্ত্র ব্যবসা-প্রসঙ্গে এই ঠিকা নিয়েছেন যে-ব্যবসাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন অংশ নেই।

(৩) এই প্রসঙ্গে সন্দেহ এড়ানোর উদ্দেশ্যে এতদ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সুপ্রীম কোর্ট কিংবা হাই কোর্টের বিচারপতি, পাকিস্তানের Comptroller এবং Auditor General, পাকিস্তানের অ্যাটর্নী জেনারেল এবং কোন প্রদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেল এঁরা সবাই পাকিস্তানের সরকারী চাকুরে।

(৪) কোন সদস্য তাঁর নির্বাচিত হবার পর কোন রকমে অযোগ্য হয়েছেন কি-না এরকম কোন প্রশ্ন দেখা দিলে কমিশনার প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করবেন এবং যদি কমিশনের মতে সংশ্লিষ্ট সদস্য অযোগ্য হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর আসন শূন্য হয়ে যাবে।

কতিপয় ক্ষেত্রে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ

১০। (১) কোন ব্যক্তি একসঙ্গে একাধিক পরিষদের সদস্য কিংবা একই পরিষদ একাধিক নির্বাচনী এলাকার পক্ষে সদস্য হতে পারবেন না।

(২) উপরে বর্ণিত (১) ধারার দরুন কোন ব্যক্তির জন্য একসঙ্গে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সদস্য নির্বাচিত হন এবং সর্বশেষে যে-এলাকা থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন, সেই এলাকা কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার বিজ্ঞপ্তি পনেরো দিনের মধ্যে যদি তিনি কমিশনারের কাছে তাঁর স্বাক্ষরিত ঘোষণা পাঠিয়ে না জানান যে তিনি কোন্ এলাকাটির প্রতিনিধিত্ব করতে চাচ্ছেন তাহলে তার সবে আসনই শূন্য হয়ে যাবে।

কিন্তু যতদিন তিনি দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সদস্য থাকবেন ততদিন তিনি কোন পরিষদে আসন গ্রহণ করবেন না কিংবা ভোট দিবেন না।

পদত্যাগ প্রভৃতি

১১। (১) কোন সদস্য স্পীকারের কাছে নিজের স্বাক্ষর-যুক্ত লিখিত বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে তার আসন থেকে ইস্তফা দিতে পারবেন।

(২) কোন সদস্য স্পীকারের অনুমতি ছাড়া পর পর পরিষদের ১৫টি অধিবেশন—দিন ধরে পরিষদে অনুপস্থিত থাকলে তার আসন শূন্য হয়ে যাবে।

(৩) কোন সদস্য তাঁর নির্বাচিত হবার পর পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ-মোতাবেক শপথ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে তাঁর আসন খালি হয়ে যাবে।

উল্লেখ থাকে যে, স্পীকার, কিংবা স্পীকার নির্বাচিত না হয়ে থাকলে কমিশনার, উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হবার আগে উপযুক্ত কারণ দেখানো হলে, এই মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারবেন।

পরিষদ সদস্যদের শপথ

১২। কোন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত কোন ব্যক্তি তাঁর কার্যভার গ্রহণের পূর্বে পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির সামনে, নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করবেন:

"আমি.......................................সর্বান্তঃকরণে শপথ গ্রহণ (ঘোষণা) করছি যে, আমি পাকিস্তানের প্রতি সত্যিকারভাবে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবো এবং যে-কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করতে যাচ্ছি তা' সততা, আমার সর্বোত্তম যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে আইনকাঠামো আদেশ, ১৯৭০-এর ধারাসমূহ এবং এই আদেশে বর্ণিত পরিষদের আইন কানুন-মোতাবেক এবং সব সময়ই পাকিস্তানের অখণ্ডতা, সংহতি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পাদন করবো।"

ভোটগ্রহণের তারিখ

১৩। জাতীয় পরিষদ-নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর এবং প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচনের ভোটগ্রহণ ১৯৭০ সালের ২২শে অক্টোবরের আগেই কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ইত্যাদি

১৪। (১) জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হবার পর প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাঁর বিবেচনা মতো উপযুক্ত তারিখ, সময় ও স্থানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন এবং এইভাবে আহূত জাতীয় পরিষদ তার প্রথম বৈঠকের দিন থেকেই বিধিমত গঠিত বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ থাকে যে, এই ধারায় বর্ণিত কোন কিছুই জাতীয় পরিষদের সব সদস্যের নির্বাচন সম্পূর্ণ না হওয়ার অজুহাতে প্রেসিডেন্টকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

(২) (১) ধারা-মোতাবেক আহূত হয়ে প্রথম মিলিত হবার পর থেকে স্পীকারের দেয়া তারিখ ও স্থানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) জাতীয় পরিষদ তার কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে যুক্তিসঙ্গত বিরতিসহ দৈনিক অধিবেশনে মিলিত হবেন।

প্রেসিডেন্টের ভাষণদানের অধিকার

১৫। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদে ভাষণ দিতে পারবেন এবং পরিষদকে এক বা একাধিক বার্তা পাঠাতে পারবেন।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

১৬। (১) জাতীয় পরিষদ যত শিগ্‌গীর সম্ভব তার দু'জন সদস্যকে পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার পদের জন্য নির্বাচিত করবেন এবং স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হলেই তার স্থলে আরেকজন স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করবেন।

(২) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের আগ পর্যন্ত কমিশনার জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন এবং স্পীকারের কর্তব্যসমূহ পালন করবেন।

(৩) স্পীকারের পদ শূন্য হলে, ডেপুটি স্পীকার, আর ডেপুটি স্পীকারের পদও শূন্য হলে, কমিশনারের স্পীকারের কর্তব্যসমূহ পালন করবেন।

(৪) জাতীয় পরিষদের কোন অধিবেশনে স্পীকারের অনুপস্থিতিকালে, ডেপুটি স্পীকার, আর ডেপুটি স্পীকারও যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে পরিষদের কার্য-বিধিতে এ সংক্রান্ত যে-ব্যবস্থা থাকবে সেই ব্যবস্থা অনুসারে কোন সদস্য স্পীকারের কর্তব্যসমূহ পালন করবেন।

(৫) স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকার পদে নিযুক্ত কোন সদস্য তাঁর পদ হারাবেন—

(ক) যদি তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য না থাকেন;

(খ) যদি তিনি প্রেসিডেন্টকে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি পাঠিয়ে তাঁর সদস্যপদে ইস্তফা দেন; বা

(গ) যদি পরিষদে তাঁর সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং তা জাতীয় পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যার কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ হয়। এ ধরনের প্রস্তাব উত্থাপনের আগে কমপক্ষে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হবে।

কোরাম ও কার্যবিধি

১৭। (১) জাতীয় পরিষদের কোন অধিবেশন চলাকালে যদি অধিবেশনে সভাপতিত্ব-কারী ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা একশ'র চেয়ে কম তাহলে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা একশ'তে না পৌঁছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অধিবেশনের কাজ বন্ধ রাখবেন কিংবা অধিবেশন মুলতবী করে দেবেন।

(২) জাতীয় পরিষদের কার্যবিধি তৃতীয় তালিকায় বর্ণিত কার্যবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে; কিন্তু, জাতীয় পরিষদ নিজে স্থির করবেন শাসনতন্ত্র-বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হবে।

(৩) জাতীয় পরিষদে কোন সদস্যের আসন যে-কোন কারণে শূন্য থাকা সত্ত্বেও পরিষদ কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। কোন সদস্যের নির্বাচন পরে বাতিল হয়ে গেছে, কিংবা, কোন সদস্য নির্বাচিত হবার পর, যে-সব কাজ করলে সদস্যপদের অযোগ্য হয়ে যেতে হয় তার কোন একটি করেছিলেন,—এ ধরনের কোন সদস্য পরিষদের কোন সিদ্ধান্তে ভোট দিয়েছেন কিংবা অন্যভাবে অংশ নিয়েছেন এই অজুহাতে পরিষদের সেই সিদ্ধান্তটি বাতিল হবে না।

জাতীয় পরিষদের অধিকার ইত্যাদি

১৮। (১) জাতীয় পরিষদের কোন কাজের বৈধতা কোন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

(২) জাতীয় পরিষদে বক্তৃতাদানের অধিকারপ্রাপ্ত কোন সদস্য কিংবা ব্যক্তির বিরুদ্ধে, পরিষদ কিংবা পরিষদের কোন কমিটিতে তার কোন উক্তি কিংবা তার দেয়া কোন ভোটের ব্যাপারে, কোন আদালতে অভিযোগ করা যাবে না।

(৩) জাতীয় পরিষদের কোন অফিসার কর্তৃক পরিষদের কোন কাজের ব্যাপারে তাঁকে দেয়া কার্যপদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণ, কার্য পরিচালনা এবং শৃঙ্খলা-বজায় রাখাসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কোন আদালতের এখতিয়ার থাকবে না।

(৪) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক, কিংবা জাতীয় পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে কোন রিপোর্ট, দলিলপত্র, ভোট কিংবা কার্য-বিবরণী প্রকাশনার ব্যাপারে কোন আদালতে অভিযোগ আনীত হবে না।

(৫) যে-স্থানে জাতীয় পরিষদ কিংবা তার কোন কমিটির বৈঠক হচ্ছে তার সীমানার মধ্যে স্পীকারের অনুমতি ছাড়া আদালত কিংবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা কোন কাগজপত্র বিলি করা কিংবা সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

সদস্যদের ভাতা এবং অধিকার

১৯। স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এবং অন্য সদস্যরা প্রেসিডেন্ট যে-রকম আদেশ দেবেন, সেই অনুসারে ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

শাসনতন্ত্রের মূল-নীতিসমূহ

২০। শাসনতন্ত্র এমনভাবে তৈরী করা হবে যেনো তাতে নিম্নবর্ণিত মূলনীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে:—

(১) পাকিস্তান একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র হবে এবং তা' 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র' নামে অভিহিত হবে। যে-সব প্রদেশ ও অন্যান্য এলাকা বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিংবা পরে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সে-সব প্রদেশ ও এলাকাকে একটি ফেডারেশনের অধীনে এমনভাবে একত্রিত করা হবে যেনো পাকিস্তানের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, এবং জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ফেডারেশনের ঐক্য কোন মতেই ক্ষুণ্ণ না হয়।

(২)(ক) পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তি যে-ইসলামী আদর্শবাদ তা' অক্ষুণ্ণ রাখা হবে।

(খ) রাষ্ট্রপ্রধানকে একজন মুসলমান হতে হবে।

(৩)(ক) জনসংখ্যা ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর ফেডারেল ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচনের ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে।

(খ) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ করা হবে এবং তা' ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

(গ) বিচার কার্য পরিচালনা এবং মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা-বিধানের ব্যাপারে বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা দেয়া হবে।

(৪) আইন তৈরীর ক্ষমতা, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ সব ক্ষমতা ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশসমূহের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হবে যে একদিকে প্রদেশগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণ আইনগত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা পাবে, অন্যদিকে ফেডারেল সরকারেরও বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ব্যাপারে তার দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত আইনগত, প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষমতা থাকবে।

(৫) নিশ্চয়তা বিধান করা হবে যে,

(ক) পাকিস্তানের সব এলাকার জনগণ সব রকম জাতীয় প্রচেষ্টায় পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে পারেন।

(খ) বিভিন্ন আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশ ও একই প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার মধ্যেকার অর্থ-নৈতিক ও অন্য সব রকম বৈষম্য দূর করা হয়।

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা

২১। শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় এই মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে যে,

(১) পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ মোতাবেক ইসলামের শিক্ষা-অনুসারে জীবন গড়ে তোলার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।

(২) সংখ্যালঘুরা অবাধে তাদের ধর্মে বিশ্বাস ও তা' পালন করতে পারবেন এবং পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে সব রকম অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করবেন।

পথ-নির্দেশক মূলনীতিসমূহ

২২। শাসনতন্ত্রে, রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণের জন্য পথ-নির্দেশ হিসেবে কতকগুলো মূলনীতি দেয়া থাকবে। এ-সব মূলনীতি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করবে।

(১) ইসলামী জীবন-ধারা গড়ে তোলা;

(২) ইসলামের নৈতিক রীতিনীতি পালন;

(৩) পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে পবিত্র কোরান ও ইসলামিয়াত শিক্ষাদানের সুবিধাদির ব্যবস্থা করা।

(৪) পবিত্র কোরান ও সুন্নায় বর্ণিত ইসলামের শিক্ষাদীক্ষার পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ করা।

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহই হবে জাতীয় ও প্রাদেশিক প্রথম পর্যায়ে আইন পরিষদ

২৩। শাসনতন্ত্রে থাকবে যে,

(১) এই আদেশের অধীনে গঠিত জাতীয় পরিষদ।

(ক) পূর্ণ মেয়াদের জন্য ফেডারেশনের প্রথম আইন পরিষদ হবে, যদি ফেডা-রেশনের আইন পরিষদের একটিমাত্র সভা থাকে। আর

(খ) যদি ফেডারেশনের আইন পরিষদের দুটি সভা থাকে, তাহলে তা' পূর্ণ মেয়াদের জন্য ফেডারেশনের আইন পরিষদের প্রথম 'নিম্নসভা' হবে।

(২) এই আদেশের অধীনে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদসমূহ পূর্ণ মেয়াদের জন্য নিজ নিজ প্রদেশের প্রথম আইন-পরিষদ হবে।

শাসনতন্ত্র তৈরীর মেয়াদ

২৪। জাতীয় পরিষদ তার প্রথম অধিবেশনের একশত কুড়ি দিনের মধ্যে "শাসনতন্ত্র বিল" নামে একটি বিলের আকারে শাসনতন্ত্র তৈরী করবেন এবং তা' করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

শাসনতন্ত্রের অনুমোদন

২৫। জাতীয় পরিষদের পাশ-করা শাসনতন্ত্র বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। শাসনতন্ত্র যদি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহলে জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

যে-সব উদ্দেশ্যে পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে

২৬। (১) যতদিন পর্যন্ত পরিষদের পাশ-করা এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত শাসনতন্ত্র বলবৎ না হয় ততদিন পর্যন্ত, এই আদেশ-মোতাবেক পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে পরিষদ জাতীয় পরিষদ হিসেবে অধিবেশনে মিলিত হতে পারবেন না।

(২) জাতীয় পরিষদের পাশ-করা এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত শাসনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার আগে কোন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডাকা হবে না।

২৭। (১) এই আদেশের কোন ধারার ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কিংবা সন্দেহের সমাধান প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে করা হবে এবং প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য হবে এবং তাকে কোন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

(২) প্রেসিডেন্টের এই আদেশ সংশোধনের ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু জাতীয় পরিষদের এই আদেশ সংশোধনের কোন ক্ষমতা থাকবে না।

তালিকা নং ১

[**অনুচ্ছেদ ৪ (২)**]

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ

	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	—
কেন্দ্র শাসিত উপজাতীয় এলাকাসমূহ	৭	১
মোট	৩০০	১৩

তালিকা নং ২

(**অনুচ্ছেদ ৫ (১)**)

প্রাদেশিক পরিষদসমূহ

	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬
সিন্ধু	৬০	২
বেলুচিস্তান	২০	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২

তালিকা নং ৩

(**অনুচ্ছেদ ১৭ (২)**)

কার্য-বিধি

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

১। এই নিয়মাবলী জাতীয় পরিষদ কার্যবিধি, ১৯৭০ সাল বলে অভিহিত হবে।

সংজ্ঞা

২। এই বিধিতে বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিহীন না হলে, "পরিষদ" মানে এই বিধিতে বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিহীন না হলে,

(ক) "পরিষদ" মানে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ;

(খ) "বিল" মানে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরীর বিল;

(গ) "কমিশনার" মানে ভোটারতালিকা আদেশ, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের পাবলিক অর্ডার নং ৬)-এর অধীনে নিযুক্ত কিংবা নিযুক্ত বলে গণ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

(ঘ) "কমিটি" মানে পরিষদের নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটি কিংবা অন্য কোন কমিটি;

(ঙ) কোন বিলের প্রসঙ্গে, "ভারপ্রাপ্ত সদস্য" মানে বিলটির উত্থাপনকারী সদস্য কিংবা অন্য কোন সদস্য যিনি স্পীকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিলটি সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত সদস্যের মতো কাজ করার অনুমতি পেয়েছেন;

(চ) "সেক্রেটারী" মানে পরিষদের সেক্রেটারী;

(ছ) "স্পীকার" মানে পরিষদের স্পীকার।

পরিষদের কর্তব্য

৩। (১) পরিষদের কর্তব্য হবে পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করা।

(২) শাসনতন্ত্রটি একটি বিলের আকারে তৈরী এবং পরিষদ কর্তৃক পাশ করা হবে।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন

৪। (১) পরিষদের প্রথম অধিবেশনে, সদস্যদের শপথ গ্রহণের পর, কমিশনার সদস্যদের প্রতি একজন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করার আহ্বান জানাবেন।

(২) যে-কোন সদস্য অন্য যে-কোন সদস্যের সম্মতি নিয়ে সেক্রেটারীর কাছে লিখিতভাবে তার নাম পাঠিয়ে স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচনের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করতে পারবেন।

(৩) কোন সদস্য স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচনের জন্য একাধিক সদস্যের নাম প্রস্তাব করতে পারবেন না।

(৪) সেক্রেটারী পৃথক পৃথক ভাবে স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচনের মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম পড়ে শোনাবেন।

(৫) সেক্রেটারী নামগুলি পড়ে শোনার অব্যবহিত পরই মনোনয়নপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(৬) যদি কেউ প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন এবং তারপর স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচনের জন্য একজন প্রার্থীই থাকে তাহলে কমিশনার সেই প্রার্থীকেই স্পীকার, বা ক্ষেত্র অনুসারে ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন।

(৭) যদি স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচনের জন্য একাধিক প্রার্থী থাকেন, তাহলে কমিশনার পরিষদে তাদের নাম পড়ে শোনাবেন এবং তারপর পরিষদ কমিশনারের নির্দেশিত উপায়ে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করবেন।

(৮) যদি দুই বা ততোধিক প্রার্থীর ভোটসংখ্যা সমান হয় এবং তাদের একজনের পক্ষে আরেকটি ভোট যোগ হলেই তিনি নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবার যোগ্য হন, তাহালে কমিশনার তখনই সমান প্রার্থীদের মধ্যে লটারী করবেন এবং লটারীর ফল যার পক্ষে যাবে, তিনিই স্পীকার বা ক্ষেত্র অনুযায়ী ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবেন।

৫। (১) জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন স্পীকার এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে অধিবেশনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁর নাম চেয়ারম্যান-প্যানেলের সর্বোচ্চে থাকবে তিনি।

(২) যদি কখনও পরিষদের কোন অধিবেশনে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার কিংবা চেয়ারম্যান-প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তিই উপস্থিত না থাকেন, তাহলে সেক্রেটারী পরিষদকে বিষয়টি জানাবেন এবং পরিষদ একটি প্রস্তাব পাশ করার মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে একজনকে সভাপতিত্ব করার জন্য নির্বাচিত করবেন।

স্পীকারের ক্ষমতা

৬। (১) এই আদেশের ধারাসমূহের আওতাধীন, স্পীকার পরিষদের কোন অধিবেশন মুলতবী করতে পারবেন এবং অধিবেশন মুলতবী হয়ে যাবার পর অধিবেশন ডাকতে পারবেন।

(২) স্পীকার

(ক) পরিষদের অধিবেশনকে সুশৃঙ্খল করার জন্য সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাতে পারবেন।

(খ) শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব রক্ষা করবেন; এবং গ্যালারীতে গোলযোগ কিংবা বিশৃঙ্খলা হলে সেখান থেকে লোকজন সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন; এবং

(গ) কার্য-বিধি-সংক্রান্ত সব প্রশ্নের মীমাংসা করবেন।

(৩) স্পীকার তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ক্ষমতা ভোগ করবেন।

চেয়ারম্যান প্যানেল

৭। স্পীকার পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অনধিক চারজন চেয়ারম্যানের একটি প্যানেল মনোনীত করবেন এবং অগ্রবর্তিতার ক্রম অনুসারে তাদের নাম সাজিয়ে রাখবেন।

সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির ক্ষমতা

৮। পরিষদের কোন বৈঠকে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি বৈঠকে সভাপতি থাকাকালীন স্পীকারের সব ক্ষমতাই ভোগ করবেন; এবং এই কার্য-বিধিতে সভাপতি হিসেবে

স্পীকার সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির বেলায়ও প্রযোজ্য বলে গণ্য হবে।

পরিষদের কার্য পরিচালনা

৯। পরিষদের কার্য পরিষদের সামনে পেশ করা হবে

(ক) প্রস্তাবের মাধ্যমে;

(খ) কোন প্রস্তাবের সংশোধনী কিংবা কোন সংশোধনীর সংশোধনী পেশ করে;

(গ) কোন কমিটির রিপোর্টের মাধ্যমে।

বৈঠকের সময়

১০। পরিষদ কর্তৃক অন্যরকম স্থির না হলে কিংবা স্পীকার কর্তৃক অন্যরকম নির্দেশিত না হলে পরিষদের বৈঠক সকাল ন'টায় শুরু হবে।

পরিষদের কার্যবিন্যাস

১১। (১) সেক্রেটারী সারাদিনের কাজের একটা তালিকা তৈরী করবেন এবং স্পীকার কর্তৃক এই তালিকা অনুমোদিত হবার পর, দিনের কাজ শুরু হবার আগে প্রত্যেক সদস্যের ব্যবহারের জন্য এই তালিকার একটি কপি সরবরাহ করা হবে। এইভাবে প্রস্তুত করা তালিকাকে বলা হবে, "দিনের কার্যক্রম"।

(২) এই কার্যবিধিতে যে-ক্ষেত্রে অন্যরকম ব্যবস্থা রয়েছে সে-ক্ষেত্র ছাড়া কোনদিন কোন বৈঠকে দিনের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন কোন কাজ স্পীকারের অনুমতি ছাড়া সম্পাদন করা যাবে না।

(৩) কোন দিনের জন্য যে-কাজ নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু তা' সেদিন সম্পাদিত হয়নি এমন কাজ স্পীকার কোনরকম বিপরীত নির্দেশ না দিলে, পরবর্তী কাজের দিন পর্যন্ত তা সেইভাবেই রেখে দেয়া হবে।

প্রস্তাবের নোটিশ

১২। (১) স্পীকারের অন্যরকম নির্দেশ না থাকলে, কোন প্রস্তাব উত্থাপন করার তারিখের আগের দিনের মধ্যেই প্রস্তাবটির একটি কপিসহ তার নোটিশ দিতে হবে।

(২) এই কার্যবিধিতে যে-সব প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে তার প্রত্যেকটি লিখিতভাবে সেক্রেটারীকে পাঠাতে হবে এবং তাতে নোটিশ দানকারী সদস্যের স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং তা পরিষদের 'নোটিশ অফিসে' রেখে যেতে হবে।

(৩) নোটিশ অফিস বন্ধ অবস্থায় রেখে আসা নোটিশ পরবর্তী খোলা দিনে দেয়া বলে গণ্য হবে।

(৪) কোন প্রস্তাবের নোটিশ দেয়া হলে, নোটিশ পাওয়া যাওয়ার পর যত শিগ্‌গীর সম্ভব সেক্রেটারী সদস্যদের কাছে তার একটি কপি পাঠাবেন।

(ক) আলোচনাধীন প্রস্তাবের বিবেচনা মুলতবী রাখার প্রস্তাবের জন্য, কিংবা

(খ) কোন কমিটির কাছে কোন পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠানোর প্রস্তাবের জন্য, কোন নোটিশের দরকার হবে না।

প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি না দেয়া এবং প্রস্তাব প্রত্যাহার

১৩। (১) পরিষদ ইতিপূর্বেই কোন প্রশ্নের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে রায় দিয়েছেন এমন কোন প্রশ্নের প্রায় একই ধরনের কোন প্রস্তাব, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া উত্থাপন করা যাবে না।

(২) স্পীকার কোন প্রস্তাব কিংবা তার কোন অংশকে এই কারণে উত্থাপনের অযোগ্য ঘোষণা করতে পারেন যে তা নেহায়েত তুচ্ছ, অযথা সময় ক্ষেপণকারী, কিংবা এই কার্যবিধির খেলাফ

(৩) স্পীকার কোন সদস্যকে তাঁর নামে উত্থাপিত কোন প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়ার অনুমতি দিতে পারবেন

সদস্যদের আসন গ্রহণ

১৪। সদস্যরা স্পীকারের নির্দেশিত ক্রম অনুসারে আসন গ্রহণ করবেন।

১৫। পরিষদের আলোচনাধীন কোন বিষয়ে কোনরকম মন্তব্য করতে ইচ্ছুক কোন সদস্য তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়াবেন কিংবা তা' করতে অসমর্থ হলে, অন্য উপায়ে স্পীকারকে তাঁর ইচ্ছার কথা জানাবেন এবং স্পীকার তাঁকে অনুমতি দেয়ার পরই কেবল তিনি কথা বলবেন এবং অন্যরকম অনুমতি না নিয়ে থাকলে দাঁড়িয়ে পরিষদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন। যদি এই সময় কখনো স্পীকার উঠে দাঁড়ান, সংশ্লিষ্ট সদস্য তখন কথা বলা বন্ধ রাখবেন এবং তাঁর আসন গ্রহণ করবেন।

বক্তৃতার সময়-সীমা

১৬। স্পীকার প্রয়োজন মনে করলে, বক্তৃতার একটা সময়-সীমা নির্ধারণ করে দেবেন।

১৭। (১) সদস্যরা পরিষদে উর্দু, বাংলা কিংবা ইংরেজীতে বক্তৃতা দেবেন, অবশ্য এই তিনটি ভাষার কোনটিতেই ভালোভাবে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারেন না এমন সদস্যের বেলায় স্পীকার তাঁকে তাঁর মাতৃভাষায় বক্তৃতাদানের অনুমতি দিতে পারবেন।

(২) যদি কোন সদস্য চান যে, উর্দু, বাংলা বা ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় তাঁর দেয়া বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসারের ইংরেজী অনুবাদ পরিষদকে পড়ে শোনানো হোক তাহলে তিনি এই অনুবাদের একটা কপি স্পীকারকে দেবেন। স্পীকার ইচ্ছা করলে এটি পরিষদে পড়ে শোনানোর অনুমতি দিতে পারবেন। পরিষদে পড়ে শোনানো হলে, এই অনুবাদ পরিষদের কার্য-বিবরণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(৩) পরিষদের কার্যবিবরণীর সরকারী রেকর্ড উর্দু, বাংলা এবং ইংরেজীতে রক্ষিত হবে।

পরিষদের বিবেচনাধীন বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

১৮। (১) যে বিষয় সম্পর্কে পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন, তা স্পীকার কর্তৃক একটি প্রশ্নের আকারে পেশ করা হবে।

(২) শাসনতন্ত্র বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হবে অর্থাৎ সাধারণ সংখ্যা-গরিষ্ঠতার মাধ্যমে না, কোন বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে তা' পরিষদ স্থির করবেন।

(৩) ভোট ধ্বনির মাধ্যমে গৃহীত হতে পারে কিংবা পরিষদকে বিভক্ত করার মাধ্যমে তা গৃহীত হতে পারে। কোন পরিষদ বিভক্তিকরণের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো বিভক্তিকরণের মাধ্যমেই ভোট গৃহীত হবে।

(৪) স্পীকার বিভক্তিকরণ প্রথার মাধ্যমে ভোট গ্রহণের পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।

(৫) বিভক্তিকরণ-ভোটের ফলাফল স্পীকার কর্তৃক ঘোষিত হবে এবং তা' চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

সংশোধনী

১৯। (১) যে প্রস্তাবের সংশোধনী পেশ করতে চাওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে সংশোধনীটিকে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

(২) এমন একটি সংশোধনী যাতে কার্যতঃ মূল প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে একটি না-বোধক ভোট মাত্র রয়েছে তা' উত্থাপন করা যাবে না।

(৩) স্পীকারের অন্যরকম অনুমতি না থাকলে

(ক) কোন প্রস্তাবের সংশোধনী যে-তারিখে উত্থাপন করতে চাওয়া হচ্ছে সে তারিখের অন্ততঃ একদিন আগে সংশোধনীর নোটিশ দিতে হবে; এবং

(খ) কোন সংশোধনীর সংশোধনী উত্থাপন করতে হলে যে-তারিখে সংশোধনীটি উত্থাপন করতে চাওয়া হচ্ছে সেদিনের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে তার নোটিশ দিতে হবে।

(৪) স্পীকার নেহায়েত তুচ্ছ কিংবা অযথা সময়ক্ষেপণকারী বলে মনে করলে যে-কোন সংশোধনী উত্থাপনের অনুমতি দিতে অস্বীকার করতে পারবেন।

(৫) স্পীকার তাঁর ইচ্ছা-মোতাবেক যে-কোন ক্রম-অনুসারে বিভিন্ন সংশোধনীর উপর ভোট নিতে পারবেন।

পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহের পুনর্বিবেচনা

২০। পরিষদ কর্তৃক একবার স্থিরীকৃত কোন বিষয় পরিষদের সম্মতি ব্যতীত পুনরায় উত্থাপন করা যাবে না।

সমাপ্তি

২১। একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়ে যাবার পর, যে-কোন সময় যে-কোন সদস্য প্রস্তাব করতে পারবেন যে, "প্রশ্নটি এখন পেশ করা হোক" এবং যদি স্পীকার মনে করেন যে এই প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বিতর্কের অধিকারের উপর কোন হস্তক্ষেপ নয়, তাহলে স্পীকার "প্রশ্নটি এখন পেশ করা হোক"—এই প্রস্তাব উত্থাপন করবেন এবং তা' গৃহীত হলে, মূল প্রস্তাবের উত্থাপনকারীকে উত্তর দেয়ার সুযোগ ছাড়া আর কোন আলোচনার অনুমতি দেয়া হবে না।

অপ্রাসঙ্গিকতা কিংবা পুনরাবৃত্তি

২২। কোন সদস্য বারবার অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছেন কিংবা বিতর্কে তাঁর নিজের কিংবা অন্যের যুক্তির বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি করছেন স্পীকার এমন সদস্যের আচরণের প্রতি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর তাঁকে তাঁর বক্তৃতা বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট সদস্য তখন তাঁর আসন গ্রহণ করবেন।

বিতর্কের সীমা

২৩। যে-কোন বক্তৃতার বিষয়বস্তু পরিষদের আলোচনাধীন বিষয়টির সঙ্গে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক হতে হবে। বক্তৃতাকালে কোন সদস্য,

(১) পরিষদের মর্যাদা কিংবা তার কার্যধারার প্রতি আক্রমণাত্মক এবং অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করবেন না।

(২) অযৌক্তিক কিংবা দেশদ্রোহিতামূলক কথা বলবেন না; কিংবা

(৩) ইচ্ছা করে বারবার পরিষদের কাজে প্রতিবন্ধকতা আরোপের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তৃতার অধিকারকে ব্যবহার করবেন না।

সদস্যরা একবারের বেশী বক্তৃতা দেবেন না

২৪। পরিষদে কোন একটি প্রস্তাব প্রসঙ্গে কোন সদস্য একবারের বেশী বক্তৃতা দিতে পারবেন না। অবশ্য উত্তরদানের অধিকার ব্যবহার প্রসঙ্গে কিংবা স্পীকারের অনুমতি নিয়ে বলা যাবে তবে তার উদ্দেশ্য হবে কোন ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা পেশ করা এবং তখন কোন নতুন বিতর্কমূলক বিষয় উত্থাপন করা যাবে না।

পরিষদ কক্ষে প্রবেশের অধিকার

২৫। পরিষদের অধিবেশন চলাকালে পরিষদ-কক্ষ ও গ্যালারীতে সদস্য ছাড়া অন্য ব্যক্তিদের প্রবেশের ব্যাপারে স্পীকারের আদেশ অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পরিষদের কার্য বিবরণী

২৬। সেক্রেটারী পরিষদের কার্যধারার পূর্ণ বিবরণ মুদ্রণ এবং সদস্যদের কাছে তা' সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন।

বিল উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ

২৭। (১) যে-কোন সদস্য সেক্রেটারীকে কমপক্ষে পুরো দু'দিন আগে কোন বিল উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা-সংক্রান্ত প্রস্তাবের নোটিশ এবং বিলটির একটি কপি দিয়ে পরিষদের কাছে বিলটি উত্থাপনের অনুমতি চাইতে পারবেন।

(২) কোন বিল উত্থাপনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হলে, স্পীকার প্রয়োজন মনে করলে, প্রস্তাব-উত্থাপনকারী সদস্য এবং প্রস্তাবের বিরোধিতাকারী সদস্যকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাদানের অনুমতি দেয়ার পর আর কোন বিতর্ক ছাড়াই প্রশ্নটি পরিষদের সামনে পেশ করতে পারবেন।

(৩) বিলটি উত্থাপনের অনুমতি মঞ্জুর করা হলে সংশ্লিষ্ট সদস্য তখন বিলটি উত্থাপন করতে পারবেন।

উত্থাপনের পর প্রকাশনা

২৮। কোন বিল উত্থাপিত হওয়ার পর যত শিগ্‌গীর সম্ভব তা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হবে।

উত্থাপনের পরের প্রস্তাবসমূহ

২৯। বিলটি উত্থাপনের সময় কিংবা তারপর কোন সময় ভারপ্রাপ্ত সদস্য তাঁর বিল প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহের কোন একটি পেশ করতে পারেন:

(ক) যে পরিষদ সঙ্গে সঙ্গেই বিলটি বিবেচনা করুন কিংবা অন্য কোন তারিখ নির্দিষ্ট করে সেই তারিখে তা' বিবেচনা করুন; বা,

(খ) বিলটি কোন বাছাই-করা কমিটির কাছে পাঠানো হোক্।

উল্লেখ থাকে যে, সদস্যদের ব্যবহারের জন্য বিলের কপি পাওয়া যাওয়ার আগে উপরে বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ পেশ করা যাবে না এবং এসব প্রস্তাব পেশ করার দিনের তিনদিন আগে থেকে বিলের কপি সদস্যদের ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা না হয়ে থাকলে সেই অজুহাতে যে-কোন সদস্য এই প্রস্তাব পেশের ব্যাপারে আপত্তি তুলতে পারবেন; এবং এই আপত্তি বহাল হবে। অবশ্য স্পীকার যদি এই আইনের ব্যাপারে অব্যাহতি দেয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং অনুমতি দেন তাহলে প্রস্তাব পেশ করা যাবে।

বিলসমূহের নীতির উপরে আলোচনা

৩০। (১) যে-দিন এই ধরনের কোন প্রস্তাব পেশ করা হয় সেদিন কিংবা পরে যে-দিন পর্যন্ত তার আলোচনা স্থগিত ছিলো সেই দিন, বিলটির নীতি এবং সাধারণ ধারাসমূহ আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু কিছুতেই বিলটির খুঁটিনাটি নিয়ে তার নীতিসমূহ ব্যাখ্যার জন্য যতটা প্রয়োজন তারচেয়ে বেশী আলোচনা করা যাবে না।

(২) এই পর্যায়ে বিলটির কোন সংশোধনী উত্থাপন করা যাবে না কিন্তু ভারপ্রাপ্ত সদস্য যদি প্রস্তাব করেন যে তাঁর বিলটি বিবেচনা করা হোক, তাহলে যে-কোন সদস্য একটি সংশোধনী হিসাবে বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানোর প্রস্তাব করতে পারবেন।

বিলের প্রসঙ্গে যারা প্রস্তাব পেশ করতে পারবেন

৩১। স্পীকার অন্য কোন সদস্যকে ভারপ্রাপ্ত সদস্য হিসেবে কাজ করার অনুমতি না দিয়ে থাকলে, ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছাড়া অন্য কোন সদস্য বিলটি বিবেচনা করার কিংবা তা পাশ করার প্রস্তাব করতে পারবেন না; এবং ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছাড়া অন্য কোন সদস্য, ভারপ্রাপ্ত সদস্যের পেশ-করা প্রস্তাবের সংশোধনী হিসেবে ছাড়া, বিলটি কোন সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানোর প্রস্তাব করতে পারবেন না।

রিপোর্ট পেশ করার পরের পদ্ধতি

৩২। (১) কোন বিলের উপর সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ হয়ে যাবার পর ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করতে পারবেন

(ক) যে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট-মোতাবেক বিলটি সম্পর্কে বিবেচনা করা হোক :

উল্লেখ থাকে যে, রিপোর্টের একটি কপি সদস্যদের ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা না হয়ে থাকলে সেই অজুহাতে যে কোন সদস্য তা বিবেচনা করার ব্যাপারে আপত্তি তুলতে পারবেন এবং স্পীকার রিপোর্টটি বিবেচনা করার অনুমতি না দিলে এই আপত্তি বহাল হবে।

(খ) যে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট-মোতাবেক বিলটি হয়,

(i) কোন রকম সীমা-আরোপ ছাড়া,

বা,

(ii) তার বিশেষ ধারা কিংবা সংশোধনী সম্পর্কে বিবেচনা করা হোক,

বা,

(iii) বিলটিতে কোন বিশেষ কিংবা অতিরিক্ত ধারা যোগ করার নির্দেশ দিয়ে বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে দেয়া হোক।

(২) ভারপ্রাপ্ত সদস্য যদি প্রস্তাব করেন যে বিলটি সম্পর্কে বিবেচনা করা হোক তাহলে যে-কোন সদস্য সংশোধনী হিসেবে প্রস্তাব করতে পারবেন যে বিলটি আবার সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হোক;

৩৩। (১) বিলটি বিবেচনা করার প্রস্তাব পাশ হলে যে-কোন সদস্য তার সংশোধনী পেশ করতে পারবেন।

(২) সংশোধনী পেশ করতে ইচ্ছুক সদস্য সেক্রেটারীকে সংশোধনীর একটি কপি সহ তার নোটিশ দেবেন।

(৩) সেক্রেটারী প্রত্যেক সদস্যের ব্যবহারের জন্য সংশোধনীর একটি কপি সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন।

সংশোধনীর ক্রম

৩৪। সংশোধনীসমূহ, সাধারণতঃ যে সব ধারার সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট, সে-সব ধারার ক্রম অনুসারে বিবেচনা করা হবে এবং এই সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে এই মর্মে প্রস্তাব করা হয়েছে বলে মনে করা হবে "যে এই ধারা (অথবা ক্ষেত্র বিশেষে, এই ধারা, তার সংশোধিত আকারে) বিলটির অংশ বলে গণ্য হবে।"

পৃথক পৃথক ভাবে ধারাসমূহ পেশ করা

৩৫। একটি বিল বিবেচনার প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবার পর, স্পীকার ইচ্ছা করলে, বিলটি কিংবা তার কোন অংশের ধারাসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে পরিষদের কাছে পেশ

করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে স্পীকার প্রতিটি ধারা পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করবেন এবং প্রতিটি ধারার সংশোধনীগুলো যখন বিবেচনা করা হয়ে যাবে তখন এই মর্মে প্রস্তাব করবেন, "যে এই ধারাটি (কিংবা, ক্ষেত্রবিশেষে, এই ধারাটি তার সংশোধিত আকারে) বিলটির অংশ বলে গণ্য হবে।"

বিল পাশ করা

৩৬। (১) যখন কোন বিল বিবেচনার প্রস্তাব পাশ হয়ে যায় এবং তার কোন সংশোধনীর প্রস্তাব না আসে, ভারপ্রাপ্ত সদস্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাব পেশ করতে পারেন যে বিলটি পাশ করা হোক।

(২) বিলটির কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হলে, যে-কোন সদস্য একই দিনে বিলটি পাশ করার প্রস্তাবের ব্যাপারে আপত্তি তুলতে পারবেন এবং স্পীকার প্রস্তাবটি পেশ করার অনুমতি না দিলে এই আপত্তি বহাল হবে।

(৩) যে-ক্ষেত্রে আপত্তি বহাল হয় সেক্ষেত্রে পরে যে-কোন দিন বিলটি পাশ করার প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে।

(৪) কোন বিল পাশ করা হোক এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপিত হবার পর, বিলের আকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় কিংবা বিলটি বিবেচিত হওয়ার পর উত্থাপিত কোন সংশোধনীর আনুষঙ্গিক নয়, এমন কোন সংশোধনী পেশ করা যাবে না।

বিল প্রত্যাহার

৩৭। ভারপ্রাপ্ত সদস্য যে-কোন পর্যায়ে তার পেশ করা বিল প্রত্যাহারের অনুমতি প্রার্থনা করতে পারবেন; এবং এই অনুমতি দেয়া হলে বিলটি প্রসঙ্গে আর কোন প্রস্তাব উত্থাপনের প্রয়োজন হবে না।

বিলের বিলুপ্তি

৩৮। কোন বিল পাশ করা হলে, পরিষদের এ সম্পর্কে উত্থাপিত অন্যসব বিল বাতিল হয়ে যাবে।

সত্যতা প্রতিপাদন

৩৯। পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র বিল পাশ হয়ে গেলে, সেক্রেটারী স্পীকারের স্বাক্ষরযুক্ত বিলের একটি কপি প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁর অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

পরিষদের কমিটিসমূহ

৪০। (১) পরিষদ, কোন বিলের প্রসঙ্গে গঠিত সিলেক্ট কমিটি ছাড়াও প্রয়োজনবোধে যে-কোন সংখ্যক কমিটি নিযুক্ত করতে এবং এসব কমিটিকে প্রয়োজন অনুসারে যে-কোন কাজের দায়িত্ব দিতে পারবেন।

(২) পরিষদ কোন কমিটি নিযুক্ত করার সময় তার চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য-দেরও নিযুক্ত করবেন।

(৩) কমিটিতে কোন পদ আকস্মিকভাবে খালি হলে যত শিগ্‌গীর সম্ভব শূন্য পদে স্পীকারের মনোনীত কোন সদস্যকে নিযুক্ত করা হবে।

(৪) একটি কমিটির কোন বৈঠকে চেয়ারম্যান উপস্থিত না থাকলে কমিটির সদস্যরা তাদের মধ্যে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

(৫) সমানসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সিদ্ধান্ত-নির্ধারক ভোট দিতে পারবেন।

শূন্যতা সত্ত্বেও যে-কোন কমিটির কাজ করার ক্ষমতা

৪১। (১) এই কার্যবিধি দ্বারা কিংবা এই কার্য-বিধির অধীনে, নির্ধারিত কোরামের শর্তসাপেক্ষে, পরিষদের নিযুক্ত কোন কমিটি, তার কোন সদস্যের পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন।

(২) কোন কমিটি বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং বিশেষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলসমূহ কমিটির কাছে তাদের বক্তব্য পেশ করতে চাইলে তা শুনতে পারবেন।

কমিটি কোরাম

৪২। (১) কোন কমিটির সদস্যদের নিযুক্ত করার সময় সেই কমিটির বৈঠকের উদ্দেশ্যে যতজন সদস্য নিয়ে কোরাম গঠিত হবে তাদের সংখ্যা এবং যে-সময়ের মধ্যে কমিটিকে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে হবে তার পরিমাণ পরিষদ নির্ধারণ করে দেবেন।

(২) যদি কোন সিলেক্ট কমিটির বৈঠকের নির্ধারিত সময়ে কিংবা এরকম বৈঠক চলাকালে কোন সময়, কোরাম না থাকে, কমিটির চেয়ারম্যান কোরাম-সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতির আগ পর্যন্ত বৈঠক বন্ধ রাখতে পারেন কিংবা তা মুলতবী করে দিতে পারেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুসারে কোন কমিটির বৈঠক পর পর দুই নির্ধারিত তারিখে মুলতবী হয়ে গেলে চেয়ারম্যান পরিষদকে এ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

কমিটিতে ভোটদান

৪৩। (১) কোন কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ও ভোটদাতা সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সব প্রশ্নের মীমাংসা করা হবে।

(২) সমান-সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে ছাড়া চেয়ারম্যান ভোট দিতে পারবেন না।

কমিটির রিপোর্ট

৪৪। (১) কোন কমিটি তাকে অর্পিত কাজের উপর এবং সিলেক্ট কমিটির ক্ষেত্রে, তার কাছে পাঠানো বিলের উপর, একটি রিপোর্ট তৈরী করবেন।

(২) যদি কোন কমিটির কোন সদস্য কোন বিষয়ে তাঁর মতভেদের কথা উল্লেখ করতে চান তাহলে তিনি রিপোর্টে অবশ্যই স্বাক্ষর করবেন এবং উল্লেখ করবেন যে তাঁর এই স্বাক্ষর তাঁর মতভেদ-সাপেক্ষ এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মতভেদের বিবরণও পেশ করবেন।

রিপোর্ট পেশ করা

৪৫। (১) কোন কমিটির চেয়ারম্যান কমিটির রিপোর্ট পরিষদের কাছে পেশ করবেন।

(২) সেক্রেটারী প্রত্যেক কমিটির রিপোর্ট, সংখ্যালঘু দলের কোন মতামত থাকলে তা সহ, ইংরেজীতে মুদ্রিত করে পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের ব্যবহারের জন্য তার একটা কপি সরবরাহ করবেন। এই রিপোর্ট, সংখ্যালঘু দলের কোন মতামত থাকলে তা সহ সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হবে এবং কোন সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের বেলায়, কমিটির রিপোর্ট এবং তাদের স্থিরিকৃত আকারে বিলটি প্রকাশিত হবে।

কমিটিসমূহের বৈঠকের আলোচ্য-সূচী এবং নোটিশ

৪৬। (১) কমিটির চেয়ারম্যান কমিটির কায পরিচালনার সময়-সূচী এবং প্রত্যেক বৈঠকের আলোচ্য-সূচী নির্ধারণ করবেন।

(২) কমিটির সদস্যদের কাছে কমিটির প্রতিটি বৈঠকের নোটিশ পাঠানো হবে।

বিধি রহিত করা

৪৭। এ-সব কার্যবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যখনই কোন অসামঞ্জস্য বা অসুবিধা দেখা দেবে, স্পীকারের অনুমতি নিয়ে যে-কোন সদস্য যে-কোন বিধি সম্পর্কে এই মর্মে প্রস্তাব করতে পারবেন যে, পরিষদের বিবেচনাধীন কোন বিশেষ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বিধিটির প্রয়োগ রহিত করা হোক। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট বিধিটির প্রয়োগ রহিত থাকবে।

অসুবিধা দূরীকরণ

৪৮। যে ক্ষেত্রে স্পীকারের বিবেচনায় এ-সব কার্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারে কোন অসুবিধা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা যে-ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে এই কার্যবিধিতে কোন ব্যবস্থা কিংবা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, সে সব ক্ষেত্রে অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে স্পীকার এই কার্যবিধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দরকারমতো বিভিন্ন বিধি তৈরী করতে পারবেন।

পরিশিষ্ট 'গ'

আওয়ামী লীগের ছয় দফা

(আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোর অংশ বিশেষ)

পাকিস্তান হবে একটা ফেডারেশন এবং ছ'দফা কার্যক্রমের ভিত্তিতে ফেডারেশনের প্রত্যেকটি ইউনিটের জন্যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা থাকবে।

প্রথম দফা

সরকারের বৈশিষ্ট্য হবে ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী ধরনের এবং ফেডারেল আইন সভা ও ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর আইন সভার নির্বাচন প্রত্যক্ষ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। ফেডারেল আইন সভার প্রতিনিধিত্ব হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

দ্বিতীয় দফা

ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে কেবল মাত্র প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় এবং শর্তসাপেক্ষে (৩ নম্বর এ উল্লেখিত) মুদ্রা ব্যবস্থা।

তৃতীয় দফা

পথক দুটি মুদ্রা প্রচলন করা হবে যা প্রত্যেক প্রদেশ বা প্রত্যেক এলাকায় পারস্পরিক ভিত্তিতে কিংবা অবাধে পরিবর্তন যোগ্য। আর তা না হলে, 'এক মুদ্রা' প্রচলন করা যেতে পারে তবে একটা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে। এসব আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ ও পুঁজি পাচার রোধ করার জন্যে ব্যাবাস্থবলী বের করবেন।

চতুর্থ দফা

অর্থ সংক্রান্ত নীতি হবে ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর দায়িত্ব। প্রতি রক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত চাহিদা মেটানোর জন্যে ফেডারেল সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সম্পদ দেয়া হবে। শাসনতন্ত্রে নির্দেশিত পদ্ধতিতে যে অনুপাত নির্ধারণ করা সে অনুপাতের ভিত্তিতে এবং শাসনতন্ত্রে নির্দেশিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ফেডারেল সরকার তা আপনা হতেই পেতে থাকবেন। এ ধরনের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে যে, ফেডারেল সরকারের রাজস্ব চাহিদা ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর সরকারের দ্বারা অর্থসংক্রান্ত নীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে মেটানো হয়।

পঞ্চম দফা

ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর নিজ নিজ সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীনে পৃথক পৃথক একাউন্ট রাখার জন্যে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাখা হবে। এসব একাউন্টে প্রত্যেক ইউনিটের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের হিসেব থাকবে। শাসনতন্ত্রে নির্দেশিত পদ্ধতিতে যে অনুপাত নির্ধারণ করা হবে সে অনুপাতের ভিত্তিতে ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর সরকার ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা চাহিদা মেটাবেন। আঞ্চলিক সরকারগুলো শাসনতন্ত্রের অধীনে দেশের বৈদেশিক নীতির কাঠামোর আওতাধীনে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে পারবেন। বৈদেশিক নীতি ফেডারেল সরকারের দায়িত্ব।

ষষ্ঠ দফা

জাতির নিরাপত্তায় সক্রিয় সহায়তার উদ্দেশ্যে ফেড়ারেটিং ইউনিটগুলোর 'মিলিসিয়া' বা আধা সামরিক বাহিনী রাখার ক্ষমতা থাকবে॥